কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২১ এর সিও ৪৪

দুলাল চন্দ্র গিরি

বনাম

চন্দন গিরি এবং আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ — শ্রী সন্দীপ দাস,

বিপরীত পক্ষের জন্যঃ — শ্রী গৌতম দাস,
শ্রী তপন কুমার মাইতি।

শুনানি শেষ হয়েছেঃ — ২০.০৭.২০২৩

রায়ঃ — **১০.১০.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা সরকার :-

১. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ২০২১ সালের সি.ও. নং ৪৩ এবং ২০২১ সালের সি.ও. নং ৪৫ এর সাথে শুনানি করা হয়েছিল, কারণ সমস্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনে আইন এবং তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন জড়িত ছিল। যাইহোক, যেহেতু প্রতিটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে আপত্তিকৃত আদেশ পৃথক অগ্র ক্রয়াধিকার মামলা থেকে উদ্ভূত হয় এবং অগ্র ক্রয়াধিকার ভিন্ন, তাই এই প্রতিটি দেওয়ানি রিভিশন আবেদনের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে রায় দেওয়া হয়।

২. ২০১৮ সালের (৮) নং বিবিধ মামলায় কাকদ্বীপ-এর বিজ্ঞ দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন) কর্তৃক গৃহীত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের আদেশ নং ১৮ থেকে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি উত্থাপিত হয়।

৩. আপত্তিজনক আদেশ অনুসারে, নিম্নের বিজ্ঞ আদালত অগ্রক্রয়াধিকার আবেদনের সংশোধনের জন্য একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। সংশোধনী

বিচার শুরু হওয়ার পর এবং প্রমাণাদির যথেষ্ট অগ্রগতির পর, ২০২০ সালের ২রা জানুয়ারী আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল।

৪. বিজ্ঞ আদালতের অভিমত ছিল যে, যখন বিপরীত পক্ষ নং ১-এর জেরা প্রায় শেষের দিকে ছিল, তখন আদেশ VI বিধি ১৭-এর শর্তাবলী সংশোধনের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আবেদনকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হন যে যথাযথ সতর্কতা সত্ত্বেও, সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বিচার শুরু হওয়ার আগে উত্থাপন করা যাবে না। অধিকন্তু, বিজ্ঞ আদালত বলেছে যে অগ্রক্রয়াধিকার আবেদনের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি প্রয়োজনীয় নয় কারণ বিপরীত পক্ষ নং ১-এর জেরায় আরএস দাগ নং-এর ভুলটি স্বীকার করা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ নং ১ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে মামলার জমিটি আরএস দাগ নং ৭৬৮/১২৪৮-এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর দাগ নং ৯০১-এর সাথে সম্পর্কিত, সিএস দাগ নং ২১৭-এ অবস্থিত। বিচারের সময় এই ধরনের প্রমাণ বিবেচনা করা হবে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বিরোধপূর্ণ বিক্রয় দলিলের নং-এর সাথে সম্পর্কিত, ৪৫২১ তারিখের ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রদর্শনী -১, উল্লেখ করেছে যে আরএস তারিখ নং ২১৭ এলআর তারিখ নং ৯০১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সংশোধনীটি দলিলের তফসিলের পরোক্ষ সংশোধন হিসাবে গণ্য হবে।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, যখন এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান ছিল যে সিএস তারিখ নং ভুলভাবে আরএস তারিখ নং 217 হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং প্রকৃত আরএস তারিখ নং 768/1248 ছিল, তখন এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অগ্রক্রয়াধিকার মামলার তফসিলে এই ধরনের প্রকৃত ত্রুটি সংশোধন করা উচিত, অন্যথায়, উক্ত ত্রুটি মামলার সম্পত্তি সনাক্তকরণে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে এবং কার্যকর করার সময় আরও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৬. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, যখন বিপরীত পক্ষ নং ১ তার জেরায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে সিএস তারিখ নং ২১৭ আরএস তারিখ নং- ৭৬৮/১২৪৮ এবং এল.আর. প্লট নং ৯০১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তখন সংশোধনের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন মঞ্জুর করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী অগ্রিম আবেদন সংশোধন করা উচিত, যাতে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির সনাক্তকরণ সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহ দূর করা যায়। সংশোধনীটি কোনও নতুন কারণের প্রবর্তন বা কোনও স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার ছিল না। এটি এমন কোনও ঘটনা ছিল না যে সংশোধনীর মাধ্যমে কোনও বিপরীত যুক্তি যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটি কেবল অগ্রিম আবেদনে সম্পত্তির তফসিল সংশোধন করার জন্য অগ্রিম আবেদনকারীর পক্ষ থেকে একটি প্রচেষ্টা ছিল, যাতে অগ্রিম দাবি করা সম্পত্তির সঠিক সনাক্তকরণ করা যায়।

৭. বিপরীত পক্ষের একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে বিলম্বিত সংশোধনী যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়নি। অগ্রক্রয়াধিকার মামলাটি ২০১৮ সালের কোন এক সময় দায়ের করা হয়েছিল। অগ্রক্রয়াধিকারির কাছে অধিকার রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি পাওয়ার এবং বিচার শুরু হওয়ার আগে সংশোধনের জন্য আবেদন করার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল। যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এই ধরনের তথ্য রেকর্ডে আনা অগ্রক্রয়াধিকারির কর্তব্য ছিল। একবার অগ্রক্রয়াধিকারির সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়ে গেলে এবং অগ্রক্রয়াধিকারিকে খালাস দেওয়া হলে, এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা যেত না। অধিকন্তু, ওপি নং ১ এর সাক্ষ্য প্রায় সম্পন্ন হওয়ার কাছাকাছি ছিল এবং সংশোধনীটি কেবল শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য আনা হয়েছিল।

৮. সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিদ্বান উকিলের কথা শোনার পর, এই আদালতের অভিমত হল যে, নীচের বিদ্বান আদালত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম করেনি। এমনকি ষষ্ঠ আদেশের বিধি ১৭ দেওয়ানী কার্যবিধিঅধিনিয়মের বিবেচনা করা হয় না, সংশোধনীটি নয়

পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের যথাযথ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয়। আবেদনকারী বর্গাদার হিসেবে বর্গাদার হিসেবে একটি প্রি-এম্পশন মামলা দায়ের করেন। আবেদনকারী/প্রি-এম্পশনকারীর মতে, তিনি বিপরীত পক্ষ নং ২ জন মিঃ চিত্তরঞ্জন শাসমলের অধীনে একজন বর্গাদার ছিলেন। চিত্তরঞ্জন শাসমলের অধীনে এলআর খতিয়ান নং ৮৯১-এ তার নাম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং আবেদনকারী ভাই ছিলেন। বিরোধপূর্ণ সম্পত্তিতে চাষাবাদের সময় বিপরীত পক্ষ নং ১ আবেদনকারীকে বিরক্ত করতে শুরু করে এবং আবেদনকারী বিজ্ঞ সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) কাকদ্বীপের সামনে ২০১৭ সালের মালিকানা মামলা নং-৩৮৮ দায়ের করেন। ২৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যাতে বিবাদীরা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাইকে বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অধিকার, স্বত্ব এবং দখলে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়। মামলার বিচারাধীনতা দমন করে, মামলায় প্রদত্ত আদেশ এবং আবেদনকারী একজন বর্গাদার ছিলেন এই সত্যটি দমন করে, বিপরীত পক্ষ নং ২ এর অধীনে, বিপরীত পক্ষ নং ২ অবৈধভাবে মামলার প্লটটি বিপরীত পক্ষ নং ১ (আবেদনকারীর ভাই) এর কাছে হস্তান্তর/বিক্রয় করে।

৯. এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীকে একটি অগ্রিম আবেদন দাখিল করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বিক্রয় দলিলটি ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত হয়েছিল। আবেদনকারী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং এখনও দখলে আছেন। মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন, আবেদনকারী আরএস রেকর্ড অফ রাইটসের সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদন করেছিলেন। সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পর, আবেদনকারী বুঝতে পেরেছিলেন যে অগ্রক্রয়াধিকার আবেদনে উল্লিখিত সম্পত্তির তফসিলে একটি ভুল হয়েছে। আবেদনের তফসিলে সিএস তারিখ নং ২১৭ ভুলভাবে আরএস তারিখ নং ২১৭ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং ৭৬৮/১২৪৮ উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোনও ত্রুটি না পেয়ে, আবেদনকারী আবেদন সংশোধনের জন্য আবেদন দাখিল করেন।

১০. সংশোধনী আবেদন দাখিল করতে বিলম্বের কারণ ছিল, যখন অগ্রক্রয়াধিকার মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তখন আরএস রেকর্ডের প্রত্যয়িত কপি আবেদনকারীর কাছে ছিল না। উল্লিখিত তফসিলের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল, যা হস্তান্তরের দলিল। হস্তান্তরের দলিলের সিএস তারিখ নং ২১৭ কে আরএস তারিখ নং ২১৭ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট আরএস তারিখ নং ৭৬৮/১২৪৮ অনুপস্থিত ছিল। আবেদনকারীর মতে, সিএস তারিখ নং ২১৭ কে আরএস তারিখ নং ৭৬৮/১২৪৮ এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যা এলআর তারিখ নং ৯০১ এর সাথে সম্পর্কিত, এই তথ্যগুলি আবেদন এবং এর তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে।

১১. নথিপত্র পর্যালোচনা করে, এই আদালত দেখেন যে প্রি-এম্পশন আবেদনে এবং আপত্তিকর দলিলে, LR প্লট নং 901 উল্লেখ করা হয়েছিল। আবেদনকারীর নির্দেশে LR খাতাইন নং 891 এর সার্টিফাইড কপিটি প্রদর্শনী -2 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। LR প্লট নং 901 সম্পর্কিত তথ্য স্লিপের সার্টিফাইড কপিটি প্রদর্শনী -3 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বর্গা প্রমাণ পত্রের মূল কপিটি প্রদর্শনী -4 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, ভাগচাস রসিদটি প্রদর্শনী -5 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। জেরা করার সময়, আবেদনকারী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে LR প্লট নং 901 এর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রি-এম্পশন মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে LR প্লট নং 901 আরএস তারিখ নং 768/1248 থেকে উদ্ভূত। LR তারিখ নং 50 দশমিকের ক্ষেত্রে প্রি-এম্পশন মামলা দায়ের করা হয়েছিল ৯০১ আবেদনকারী আরও বলেন যে, ২১৭ নং আরএস দাগের ক্ষেত্রে তিনি বর্গাদার কিনা তা দেখানোর অবস্থানে ছিলেন না। আমার মতে, প্রি-এম্পশনের আবেদনে সঠিক আরএস দাগ নম্বর সন্নিবেশ করার মাধ্যমে এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তবে, আবেদনকারী জনাব চিত্তরঞ্জন শাসমলের (বিপরীত পক্ষ নং ২) মালিকানাধীন জমির উপর তার বর্গাদারত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নথিপত্র প্রদর্শন করেছিলেন, যা LR প্লট নং ৯০১ এর সাথে সম্পর্কিত। জেরায়, OP নং ১ (প্রি-এমপিটি) স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে CS দাগ নং ২১৭ RS দাগ নং ৭৬৮/১২৪৮ এর সাথে সম্পর্কিত যা LR প্লট নং ৯০১ এর সাথে সম্পর্কিত। এই ধরণের জেরায় প্রশ্নের ১ নম্বর উত্তর এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক।

১২. এই পরিস্থিতিতে, যখন উভয় পক্ষ স্বীকার করে যে অগ্র-ক্রয়াধিকার মামলাটি এলআর প্লট নম্বর ৯০১-এর ক্ষেত্রে, যা আরএস দাগ নম্বর ৭৬০৮/ এ বিজ্ঞ আদালত এই ধরনের তথ্য গ্রহণ করেছে, মধ্যে আদেশটি অস্বীকার করা হয়েছে, এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যে সংশোধনের জন্য বিলম্বিত আবেদন কেবল ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবে এবং প্রাক-খালির আবেদনের সাথে জড়িত সমস্যাটির বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এলআর দাগ নম্বরের ভিত্তিতে প্লটটি চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞ বিচারক বিচারকের দ্বারা রায় সহজেই পক্ষগণের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এবং প্রশ্নে প্লট সনাক্তকরণের বিষয়ে ওপি নং ১-এর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হতে পারে।

১৩. **আন্দ্রা ব্যাঙ্ক বনাম এবিএন আমরো ব্যাঙ্ক এন.ভি. এবং অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট **২০০৭ (6) এস সি সি ১৬৭-এ** রিপোর্ট করেছে, পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিলম্ব সংশোধনের জন্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার কারণ ছিল না। আদালতের বিবেচনা করা একমাত্র প্রশ্ন ছিল এই ধরনের সংশোধনের প্রয়োজন হবে কিনা। **রামচন্দ্র সখারাম মহাজন বনাম দামোদর ত্রিম্বক ট্যাঙ্কসালে (মৃত) এবং অন্যান্যদের মামলায়** মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত **(২০০৭) ৬ এস সি সি ৭৩৭-এ** রিপোর্ট করেছে যে সংশোধনীটি যদি

আদালতকে পক্ষগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধকে প্রতি দফা অনুযায়ী বিবেচনা করতে সক্ষম করে এবং মামলাটি আরও সন্তোষজনকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে, সংশোধনের অনুমতি দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে, এলআর দাগ নম্বর, এলআর রেকর্ড এবং জবানবন্দি, বিশেষ করে সিএস এবং আরএস দাগ নম্বর সংক্রান্ত ভর্তির উপর ভিত্তি করে বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

১৪. পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যর্থ হলে, নিম্নের বিজ্ঞ আদালত পক্ষগুলির রেকর্ড এবং প্রমাণের ভিত্তিতে প্রি-এম্পশন আবেদনের সিদ্ধান্ত নেবেন। ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তত্ত্বাবধানের সাধারণ ক্ষমতা সীমিত এবং এই মামলার তথ্যে এটি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই কারণ নিম্নের বিজ্ঞ আদালত প্রি-এম্পশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার কারণগুলি জানিয়েছিলেন। আপত্তিজনক আদেশ দেওয়ার সময়, নিম্নের বিজ্ঞ আদালত আইন দ্বারা তার উপর অর্পিত এখতিয়ার প্রয়োগ করেছিলেন। আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রমাণগুলি প্রশংসা করা হয়েছিল এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ সহ উপসংহারে পৌঁছানো হয়েছিল। বিলম্বের দিকটি ছাড়াও, নিম্নের বিজ্ঞ আদালত রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলিও পরীক্ষা করে দেখেছেন, যাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে প্রি-এম্পশন আবেদনে আরএস ড্যাগ নম্বর ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল তা প্রমাণে উপলব্ধ ছিল। অধিকন্তু, জমিটি 901 নয় বরং এলআর প্লটের সাথে সম্পর্কিত। প্রি-এম্পশন আবেদন এবং প্রমাণেও একই কথা পাওয়া যায়। পক্ষগুলির প্রমাণ এবং এলআর প্লট নং হিসাবে তফসিলে মামলার প্লটের বর্ণনা। আদালতের পক্ষে বিষয়টি সনাক্ত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য 901 যথেষ্ট হবে।

১৫. সাধনা লোধ বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সিদ্ধান্তে, (২০০৩) ৩ এস. সি. সি ৫২৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> "৭. সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টগুলিকে প্রদত্ত তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার শুধুমাত্র দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ

একটি নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তার প্যারামিটারের মধ্যে কাজ করেছে কিনা এবং রেকর্ডের বাইরে দৃশ্যমান কোনও ত্রুটি সংশোধন করেনি কিনা, আইনের ত্রুটি তো দূরের কথা। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তত্ত্বাবধান ক্ষমতা প্রয়োগ করে, হাইকোর্ট আপিল আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হিসেবে কাজ করে না। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা আবেদনের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কাছে সেই প্রমাণ পর্যালোচনা বা পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি নেই যার ভিত্তিতে নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিয়েছে বলে দাবি করে অথবা সিদ্ধান্তে আইনের ত্রুটি সংশোধন করার অনুমতি নেই।"

১৬. **মেসার্স পুরি ইনভেস্টমেন্টস বনাম মেসার্স ইয়ং ফ্রেন্ডস এবং কোং এবং অন্যান্যদের** সিদ্ধান্তে, **২০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২৮৩-এ** রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ আদেশ হয়ঃ-

"১৪.

****

আমরা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনা করেছি এবং তথ্য-অনুসন্ধানকারী ফোরাম এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলিও পর্যালোচনা করেছি। এই পর্যায়ে, আমরা বিরোধের বাস্তব দিকগুলি পুনর্বিবেচনা করতে পারি না। আমরা প্রমাণের গুণমান মূল্যায়নের জন্য প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি না, যা দুটি তথ্য-অনুসন্ধানকারী ফোরাম বিবেচনা করেছে। প্রথম দফায় আপিল ট্রাইব্যুনাল ফোরামের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পরিণত করেছিল। হাইকোর্ট ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ারের সীমাবদ্ধ প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। আপিলের অধীনে রায়ে, এটি রেকর্ড করা হয়েছে যে এটি আপিল ফোরামের সিদ্ধান্তকে এমনভাবে অধীনস্থ করতে পারে না যাতে এটি আপিলের অধীনে থাকা অবস্থায় প্রদর্শিত হয়। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, এটি মতামত দেয় যে আপিল ফোরামের সিদ্ধান্ত বিকৃত প্রমাণিত হলে তা নিষিদ্ধ করা তত্ত্বাবধায়ক আদালতের কর্তব্য। আপিলের রায়ে তিনটি পরিস্থিতি উল্লেখ করা হয়েছিল যে কখন তথ্য বা আইনের প্রশ্নগুলির উপর ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্ত বিকৃত হবে। এগুলি হল:—

(i) বস্তুগত প্রমাণ বিবেচনা না করার কারণে ভুল, অথবা

(ii) প্রমাণের বিপরীতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অথবা

(iii) আইনত অননুমোদিত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে।

১৫. তথ্য-অনুসন্ধান ফোরামের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্পর্কে আইনের নীতিমালা হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষণার সাথে আমরা একমত। কিন্তু বিধিবদ্ধ ফোরামের তথ্য-অনুসন্ধানের দুটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর, আমরা মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক আদালত এই সীমানা অতিক্রম করেছে। প্রমাণ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে

যদি উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি লঙ্ঘন করা হয়, তবে তত্ত্বাবধায়ক আদালত নিজেই প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করেছিল।

১৬. আমাদের মতে, উচ্চ আদালত ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে আপিলের অধীনে রায়ে চূড়ান্ত তথ্য-সন্ধানকারী ফোরামের সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রের গভীরে গিয়েছিল।

১৭. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়।

১৮. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৯. এই রায়ের সার্ভার কপির উপর ভিত্তি করে কাজ করার জন্য পক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal